যায়যায়দিন
১১ মে ২০১০ বুধবার

বিদ্যুৎ সঙ্কট দূরীকরণে প্রয়োজন আঞ্চলিক সম্পর্কের উন্নয়ন

ড. এম আজিজুর রহমান

দিনাজপুরের বড়পুকুরিয়া কয়লাখনি থেকে ব্যাপকভাবে কয়লা উত্তোলন এবং কয়লা থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদনে মনোযোগ দিতে হবে। কর্ণফুলী ও আশুগঞ্জসহ বিভিন্ন কেন্দ্রে বিদ্যুৎ উৎপাদন ও সরবরাহ বাড়াতে হবে। দক্ষিণ কোরিয়াসহ এশিয়ার বিভিন্ন উৎপাদনশীল দেশের মতো সোলার সিস্টেমের মাধ্যমে বিদ্যুৎ উৎপাদনের ব্যাপক কার্যক্রম হাতে নিতে হবে।

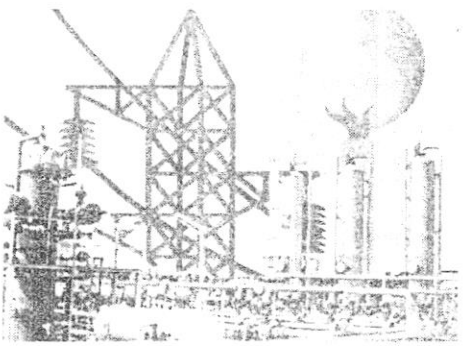

বাংলাদেশে বিদ্যুতের প্রকৃত চাহিদা অস্পষ্ট। এ সমস্যার সমাধানে সর্বাগ্রে বিদ্যুতের মোট চাহিদা নিরূপণ করতে হবে। বর্তমানে, অদূর ভবিষ্যতে এবং দীর্ঘমেয়াদি ভিত্তিতে সামগ্রিকভাবে কী পরিমাণ বিদ্যুৎ প্রয়োজন ইত্যাদি। চাহিদা নিরূপণ করতে পারলেই বিদ্যুতের সুষ্ঠু পরিকল্পনা করা সম্ভব। অভ্যন্তরীণভাবে কী পরিমাণ উৎপাদন করা যাবে এবং কী পরিমাণ বিদ্যুৎ বিদেশ থেকে আমদানি করতে হবে, আবার সরকারি উদ্যোগে উৎপাদিত বিদ্যুতের পরিমাণ কত হবে এবং বেসরকারি খাতে বিদ্যুৎ উৎপাদনের দায়-দায়িত্ব কতটা ছেড়ে দিতে হবে ইত্যাদি। ১২০ কোটি লোকের ভারতের বিদ্যুতের চাহিদা এক লাখ মেগাওয়াটের অধিক এবং সরবরাহ আছে এক লাখ মেগাওয়াট। প্রতি এক কোটি লোকের জন্য ভারতে বিদ্যুতের চাহিদা ও সরবরাহ প্রায় এক হাজার মেগাওয়াট। একইভাবে বাংলাদেশে প্রতি এক কোটি লোকের জন্য বিদ্যুতের চাহিদা এক হাজার মেগাওয়াট হলে সামগ্রিকভাবে বাংলাদেশে পনের কোটি লোকের জন্য বিদ্যুতের মোট চাহিদা হবে ১৫ হাজার মেগাওয়াট। উৎপাদন, নিয়োগ-বৃদ্ধি এবং দারিদ্র্য বিমোচন সাপেক্ষে সবার জন্যই বিদ্যুৎ বিষয়টি মনে রাখতে হবে। জনসংখ্যার তুলনায় হিসাব করলে বাংলাদেশে বিদ্যুতের চাহিদা প্রায় ১৩ থেকে ১৫ হাজার মেগাওয়াট। বাংলাদেশে বিদ্যুতের সরবরাহ আছে প্রায় চার হাজার মেগাওয়াট। অতি সম্প্রতি রাশিয়া আলাদাভাবে দুটি প্রকল্পের মাধ্যমে দুই হাজার মেগাওয়াট বিদ্যুৎ সরবরাহের আশ্বাস দিয়েছে, যা শুধু বিদ্যুতের চাহিদার আংশিক পূরণ করবে। এরূপ চুক্তি বাস্তবসম্মত কি না, তা গভীরভাবে এখনই ভাবতে হবে। অনেকের মতে, বৈদেশিক ও প্রযুক্তিগত সাহায্য সহযোগিতা প্রদানে রাশিয়া ততটা স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়। রাশিয়া সাম্প্রতিককালে ১৯৮০ সালে Centraly command economy বা সাম্যবাদী অর্থনৈতিক বেড়াজাল ভেঙে উন্মুক্ত বাজার, উন্মুক্ত অর্থনীতিতে পরিবর্তিত হয়েছে- এ কথা সত্য। কিন্তু পশ্চিমা অনেক ক্ষমতাসম্পন্ন দেশ এখনো রাশিয়ার সাম্যবাদী মানসিকতার বিরুদ্ধে অবস্থান করে কি না, তাও ভেবে দেখার বিষয়। একবার রাশিয়ার আণবিক বিদ্যুৎ প্রকল্পের সঙ্গে চুক্তি করলে ঘাটতি বিদ্যুতের জন্য আর্থিকভাবে ক্ষমতাসম্পন্ন আর কোনো দেশ সাহায্যের হাত বাড়িয়ে এগিয়ে আসবে কি না, তা গভীরভাবে ভেবে দেখতে হবে।

সঙ্কটের চাহিদা নিরূপণের মাধ্যমে আমাদের শুরুতেই বুঝতে হবে, ভুটান ও নেপাল থেকে বিদ্যুৎ আমদানি ছাড়া বাংলাদেশের বিদ্যুতের চাহিদা আদৌ পূরণ করা সম্ভব হবে কি না। যদি নেপাল ও ভুটান থেকে আমদানিকৃত বিদ্যুৎ ছাড়া বাংলাদেশ চলতে না পারে, তাহলে এ সুবিধাগুলো কীভাবে ভারতের সঙ্গে আমাদের ত্রিপাক্ষিক চুক্তির এখনই উপযুক্ত সময়। অতিসম্প্রতি এক পত্রিকা মতে, হিমালয় পর্বতের জলপ্রবাহ, এবং নেপাল ও ভুটানের খরস্রোতা নদীর ব্যবহার করে প্রায় দুই লাখ মেগাওয়াট বা তারও অধিক পরিমাণ পানিবিদ্যুৎ উৎপাদন করে সার্কভুক্ত দেশগুলোর বিদ্যুতের বাড়তি চাহিদা মেটানো সম্ভব। কিন্তু যাতে কাঁঠাল গোঁফে তেল এরূপ স্বপ্নের বাস্তবতা নিয়েও ভাবতে হবে। আমরা দেখেছি, রাষ্ট্র বা সাম্প্রদায়িক দ্বন্দ্ব, ধর্মীয় লড়াই, আত্মঘাতি ইত্যাদি মিলে স্থায়ীভাবে সৃষ্টি হয় ভারত ও পাকিস্তানের রাজনৈতিক, ভৌগোলিক, ধর্মীয় বিভিন্ন ধরনের দ্বন্দ্ব, যা আজ অবধি বিদ্যমান। এসব কারণে দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর সমন্বয়ে গঠিত সার্ক (SAARC) নামের আঞ্চলিক সহযোগিতার বিশটি কোনোভাবে কোনো সমস্যার ফলপ্রসূ সমাধান দিতে পারছে না। হিংসা-প্রতিহিংসার জের ধরে পাকিস্তান ও ভারতের ভেতরে সংঘর্ষ এখনো বিদ্যমান। তাদের ভেতরে এখনো চলছে প্রতিযোগিতা কে বেশি সংখ্যক আণবিক বোমা বানাতে পারে। কবে ভারত ও পাকিস্তানের ভেতর এরূপ দ্বন্দ্বের যবনিকা ঘটবে, তা হয়তো বর্তমান প্রজন্ম জানে না। সার্কের উদ্যোগে ব্যাপকভাবে হিমালয়ের উৎস থেকে বিদ্যুৎ উৎপন্ন করে দক্ষিণ এশিয়ার চাহিদা পূরণ করার স্বপ্ন হয়তোবা স্বপ্নই থেকে যাবে। সার্ক নিয়ে আমরা বহু স্বপ্ন দেখেছি, আর কোনো স্বপ্ন নয়। বিশেষ করে বিদ্যুৎ সঙ্কটাপন্ন বাংলাদেশে ওপরোল্লিখিত স্বপ্নের জের ধরে বসে থাকার কোনো সুযোগ নেই। নেপাল-ভারত-বাংলাদেশ করিডোর এবং ভুটান-ভারত-বাংলাদেশ করিডোর সুবিধা অর্জন করে নেপাল ও ভুটান থেকে বিদ্যুৎ আমদানির সুবিধার কথা বাংলাদেশকে অবশ্যই ভাবতে হবে। এ সুবিধা অর্জনে বাংলাদেশ ভারত হয়ে নেপাল ও ভুটানের সঙ্গে আলাদাভাবে দুটি ত্রিপক্ষীয় চুক্তি করতে পারে। একটি নেপাল-ভারত-বাংলাদেশ, অন্যটি ভুটান-ভারত-বাংলাদেশ। আঞ্চলিক সহযোগিতা, বাণিজ্য-সুবিধা আমদানি-রপ্তানি সুবিধা ইত্যাদি বিভিন্ন কারণে চীন যেভাবে সহযোগিতার হাত বাড়াচ্ছে, একইভাবে চীন-ভারত-নেপাল-ভুটান ও বাংলাদেশ পারস্পরিক সহযোগিতার হাত বাড়াবে, এটাই স্বাভাবিক। উল্লিখিত চীনসহ প্রতিবেশী দেশ তিনটি বাংলাদেশের চট্টগ্রাম ও মংলা সামুদ্রিক বন্দর, স্থলপথ, নৌপথসহ বিভিন্ন সুবিধা চায়। উপরোক্ত প্রতিবেশী তিনটি দেশের কাছে বাংলাদেশও Give and take Policy-এর শর্ত ধরে উল্লিখিত সব ধরনের সুবিধা পেতে চায়। অত্র সুবিধাগুলো বাস্তবায়নে চীন, ভারত, নেপাল ও ভুটান বিপুল পরিমাণ অর্থের যোগান দিতে আগ্রহী। বিদ্যুৎ সঙ্কট সমাধানে বাংলাদেশকে এ সুযোগটি পুরোপুরিভাবে এবং অগ্রাধিকার ভিত্তিতে কাজে লাগাতে হবে। প্রতিবেশী দেশগুলো বাংলাদেশ থেকে অনেক সুবিধা নেবে, কিন্তু বাংলাদেশ কোনো সুবিধা পাবে না- এটা হতে পারে না।

ভারত হয়ে নেপাল ও ভুটানের সঙ্গে Give and Take Policy-এর সংশ্লিষ্টতায় বাংলাদেশের সঙ্গে সব ধরনের সহযোগিতার শর্ত হিসেবে সমুদ্রবন্দর ব্যবহারের ত্রিপক্ষীয় দুটি চুক্তি এ মুহূর্তে করতে না পারলে পরে আর এর কোনো সুযোগই থাকবে না বলে ধরে নেয়া যায়। পুনরায় উল্লেখ্য, চীন, নেপাল, ভুটান ও ভারত বাংলাদেশের স্থলবন্দর, নদীবন্দর, সমুদ্রবন্দর ব্যবহার করে বাণিজ্যিকভাবে উপকৃত হতে চায়। একইভাবে তাদের সঙ্গে বহুপাক্ষিক চুক্তির মাধ্যমে নেপাল ও ভুটান থেকে ভারতের করিডোর ব্যবহার করে বাংলাদেশকে বিদ্যুৎ আমদানি করে বিদ্যুৎ সঙ্কটের মোকাবেলা করতে হবে। অনেকের মতে, ভারত প্রতিবেশী দেশগুলোর প্রতি তেমন একটা সহযোগীসম্পন্ন নয়। দ্বিতীয়ত, বিদেশের সঙ্গে ভারতের যে কোনো বাণিজ্যিক উদ্যোগই আমলাতান্ত্রিক জটিলতায় আক্রান্ত হয়। আমলাতান্ত্রিক জটিলতা ও বামপন্থী মন-মানসিকতার কারণে আমেরিকা কর্তৃক প্রস্তাবিত ১৫টি আণবিক বিদ্যুৎ প্রকল্প এখনো ভারতে বাস্তবায়ন করা সম্ভব হচ্ছে না। একইভাবে আমাদের ভাবতে হবে, যদি কোনো কারণে ভারত এ সহযোগিতা দিতে ব্যর্থ হয় তাহলে বিদ্যুৎ আমদানির বিকল্প ব্যবস্থার কথা আমাদের ভাবতে হবে। সাম্যবাদী চীনে আজ উন্মুক্ত বাজার, উন্মুক্ত অর্থনীতি। চীনের জনগণের এখন একমাত্র উদ্দেশ্য, কীভাবে সাশ্রয়ী মূল্যে [illegible] বিশ্বশক্তির স্থান দখল করা যাবে। তাই চীন বাণিজ্যিক স্বার্থ উদ্ধারে প্রতিবেশী দেশগুলোকে বিভিন্ন ধরনের সাহায্য-সহযোগিতা দিয়ে আসছে। যেমন আমলাতান্ত্রিক জটিলতার কারণে পাকিস্তান ও শ্রীলংকা তাদের সামুদ্রিক বন্দর উন্নয়নে ভারতের সহযোগিতা না নিয়ে চীনের শরণাপন্ন হয়েছে। একইভাবে নেপালের যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নে চীন সব রকমের সাহায্য-সহযোগিতা প্রদান করছে। যদি কোনো কারণে, বিশেষ করে ভারতের কারণে নেপাল ও ভুটান থেকে বিদ্যুৎ আমদানি করতে আমরা ব্যর্থ হই, বিকল্প হিসেবে চীনের সাহায্য-সহযোগিতার কথা অবশ্যই ভাবতে হবে।

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে, যুক্তরাষ্ট্র বিদ্যুৎ উৎপাদনে ভারতকে ১৫টি আণবিক বিদ্যুৎ প্রকল্পে অর্থায়ন করতে প্রস্তুত। পাবনার আণবিক প্রকল্পসহ কমপক্ষে তিন থেকে পাঁচটি আণবিক প্রকল্পের অর্থায়ন আমেরিকা থেকে আমরা পেতে পারি কি না, তা অবশ্যই ভেবে দেখার বিষয়। উল্লেখ্য, পাবনার রূপপুর আণবিক প্রকল্পসহ কমপক্ষে পাঁচটি বিদ্যুৎ উৎপাদনের আণবিক প্রকল্প হাতে নিতে হবে। এ মর্মে উল্লেখ্য, বাংলাদেশ একটি মুসলিমপ্রধান দেশ। পশ্চিমা অনেক বিদ্যুৎ সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান সম্ভাব্য লাভ-জিহাদি সংশ্লিষ্ট আণবিক বোমা তৈরির সম্ভাবনার সন্দেহে বাংলাদেশে আণবিক বিদ্যুৎ প্রকল্প স্থাপনে তেমন একটা আগ্রহী নাও হতে পারে। তাই বিদেশি বিনিয়োগকারীদের এ মর্মে চুক্তি স্বাক্ষর ও উৎসাহী করতে হবে যে, লাভজনকভাবে আণবিক বিদ্যুৎ প্রকল্পগুলো পরিচালনার দায়-দায়িত্ব তাদের হাতেই থাকবে। সংক্ষেপে আণবিক বিদ্যুৎ প্রকল্পের চাবিগুলোর মালিক হবে বিদেশি বিনিয়োগকারী প্রতিষ্ঠানগুলো। সঙ্গে সঙ্গে, বিদ্যুৎ সমস্যা সমাধানকল্পে অভ্যন্তরীণভাবে যেসব চেষ্টার কথা ভাবতে হবে তাহলো নিম্নরূপ-

১. অতিসত্বর বেসরকারি খাতে ব্যাপকভাবে বিদ্যুৎ উৎপাদন করার ব্যবস্থা নিতে হবে। উল্লেখ্য, বিদ্যুৎ উৎপাদনকারীরা বাজারমূল্যে বিদ্যুৎ বিক্রি করবে এবং তাদের বিনিয়োগ লাভজনক হবে। এ মর্মে উদার ও উৎপাদনমুখী বিদ্যুৎ আইন করে বেসরকারি খাত, ব্যবসায়ী এবং উদ্যোক্তাদের আরো উৎসাহিত করতে হবে।

২. দিনাজপুরের বড়পুকুরিয়া কয়লাখনি থেকে ব্যাপকভাবে কয়লা উত্তোলন এবং কয়লা থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদনে মনোযোগ দিতে হবে।

৩. কর্ণফুলী ও আশুগঞ্জসহ বিভিন্ন কেন্দ্রে বিদ্যুৎ উৎপাদন ও সরবরাহ বাড়াতে হবে।

৪. দক্ষিণ কোরিয়াসহ এশিয়ার বিভিন্ন উৎপাদনশীল দেশের মতো সোলার সিস্টেমের মাধ্যমে বিদ্যুৎ উৎপাদনের ব্যাপক কার্যক্রম হাতে নিতে হবে।

৫. সমান্তরালভাবে ভাবতে হবে পাশের মিয়ানমার থেকে গ্যাস আমদানি করে তা বাড়তি বিদ্যুৎ উৎপাদন সাপেক্ষে ব্যবহার করা

ড. এম আজিজুর রহমান: কলাম লেখক, ভাইস চ্যান্সেলর, উত্তরা ইউনিভার্সিটি।